ভারতে পাণ্ডুলিপি-গ্রন্থ ক্ষেত্রে ইসলামের অবদান অনন্য

ইসলামের আগমনের পর ভারতে গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে গতিবেগ সৃষ্টি হয়।

"ভারতে পাণ্ডুলিপি শিল্পের ক্ষেত্রে ইসলামের অবদান" শীর্ষক বক্তৃতায় প্রখ্যাত ফারসী পণ্ডিত ডঃ নরিন্দর নাথ বলেন, মুসলিম বাদশাহ ও পণ্ডিতগণ তাদের সাথে ভারতে দুর্লভ আরবী ও ফারসী পাণ্ডুলিপি নিয়ে আসেন এবং এভাবে তারা ভারতের সাহিত্য ও শিক্ষাজীবনে অমূল্য অবদান রাখেন।

গত ১লা ডিসেম্বর নয়াদিল্লীতে ডঃ নরিন্দর নাথ এই প্রসঙ্গে বলেন বিভিন্ন বিষয়ের উপর এইসব পাণ্ডুলিপি, সুন্দর হস্তলিপি এবং সুশোভনভাবে বিচিত্র ছিল। রাজকীয় গ্রন্থাগারের সীল সমন্বিত এইসব পাণ্ডুলিপি এদেশে গ্রন্থ রচনায় প্রেরণা যুগিয়েছিল।

এনা পরিবেশিত খবরে ডঃ নরিন্দরের উদ্ধৃতি দিয়ে অতঃপর বলা হয়, ভারতে ইসলামের আগমনের আগে এদেশে তালপাতায় লেখা হত। আব্বাসীয় বংশের রাজত্বকালে কাগজের প্রচলন হয় এবং গ্রন্থ রচনা জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

আদি ইসলামী পাণ্ডুলিপি কুফি স্টাইলে লেখা হত। ৬৩৮ খৃষ্টাব্দে ইরাকের কুফা শহরে লেখার প্রণালী কুফি নামে পরিচিত। আরবী বর্ণমালা কুফি স্টাইলে লেখার সূচনাকালে কোরান শরীফ এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের পাণ্ডুলিপিতে কুফি রীতিই ব্যবহৃত হত। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে কুফি রীতির স্থানে নস্ক রীতি গ্রহণ করে। পারস্যে লেখার রীতিকে নস্ক বলা হয়। এর তিন দফা। এরপর ধীরে ধীরে আরবী বর্ণমালা অন্যান্য রীতিতে লেখার প্রচলন প্রসার লাভ করে। হস্তলিপি শিল্পে বিভিন্ন ধরনের লেখার রীতি সৌন্দর্য ও সুষমা যোগ করে।

ডঃ নরিন্দর বলেন, যেহেতু ইসলামে চিত্রকলা ও ভাস্কর্য নিষিদ্ধ তাই মুসলিম শিল্পীরা হস্তশিল্পের ক্ষেত্রে তাদের সমস্ত দক্ষতা ও সৃষ্টিকৌশল নিয়োজিত করেন।

তিনি বলেন যে, ভারতে খিলজী বংশ এবং মুঘলরা শিল্পের অনুরাগী ছিলেন এবং তারা গ্রন্থপ্রেমিক ছিলেন। দেশে তারা বহু গ্রন্থাগার স্থাপন করেন। তাদের রাজত্বকালে দুর্লভ এবং অত্যন্ত সুন্দর বেশকিছু পাণ্ডুলিপি রচিত হয়েছিল। এরমধ্যে বিখ্যাত সুফি কবি আমীর খসরু রচিত "দেবল রাণী খিজির খান" উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া বাদশাহী দরবারে হস্তলিপি শিল্পীদের শিল্পনৈপুণ্যের নিদর্শন হিসেবে "তুজকী জাহাঙ্গীর" পাণ্ডুলিপি বিখ্যাত হয়ে রয়েছে।

অন্যান্য দেশ থেকে মুসলিম পণ্ডিতবর্গ কর্তৃক আনীত গ্রন্থরাজি ভারতের সাহিত্যের ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রেখেছে। অন্যান্য বিখ্যাত পাণ্ডুলিপির মধ্যে ফেরদৌসীর শাহনামা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।